সিঙ্কোয়েন গুচ্ছ থেকে

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

চাও ফিরে সে - অরণ্য?

যে - আদিম পৃথিবীটা দাঁতে নখে ছিলো হিংস্র শৈত্যে ও উত্তাপে—
এ-নগর ত্যাগ ক'রে সে-অরণ্যে ফিরে যেতে সাধ কারো আছে?
নাকি তা কথার কথা? মিছে বাহাদুরী নেওয়া সত্য - অপলাপে!
সেকালের বেশি ভাগ ঢাকা প'ড়ে গেছে ব'লে আমাদের কাছে
ও-ভাববিলাসে মজি, ফিরে যেতে ইচ্ছা করি নস্ট্যালজিক ধাঁজে।

যৌবন বিদায়

এ-পৌঢ় নিকুঞ্জ থেকে ফুল চুরি ক'রে ক'রে সময়ের চোর
সাজায় অন্যের কুঞ্জ দিনে দিনে লক্ষ্য করি হ'য়ে অসহায়
আমারই চোখের আলো, স্বপ্ন, সাধ, রং নিয়ে আরেক কিশোর
নিকুঞ্জ বানায় কোথা – এ পুষ্পসম্ভার সে-ই উপহার পায়।
তাই তো চ্যাঁচাই — গেলো, অতো সাধে গড়া কুঞ্জ জরায়, খরায়।

নিসর্গ নিয়মে

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

সমুদ্র, সমুদ্ররূপে এল কেন, সে কেন হল না বৃক্ষলতা—
চিত্রভূমি উপত্যকা, গিরিপথ, ঝরনাশোভা পাথরের
সেতু?
নির্জন খাদের পাশে চন্দ্রহার নদীর আকাশে ছায়াছবি
স্বর্ণ - ঈগলের দুটি ডানা?

প্রত্যেকে এসেছে তবে সুশোভন নিসর্গ নিয়মে ঃ অপরূপ
দৃশ্য - রচনায় কোনও জাগতিক রহস্য না জেনে
ফুটেছে কাঞ্চনফুল—মৌমাছির নীল গতিপথে!
এই রীতি, নানারসে রসায়নে নানাস্তরে এই গূঢ় খেলা,
জড়-জীবনের প্রসাধন
পৃথিবীকে শোভা-সাজে উজ্জ্বল করেছে। চিরদিন—

অরণ্য, অরণ্যরূপে তাই এল। সে হল না বর্ষা, রামধনু,
আগ্নেয়গিরির লাভা, রত্নদ্বীপ, নিরক্ষ-রেখার
কাকাতুয়া।

পূর্ণিমা ১৯৬৭

যুগান্তর চক্রবর্তী

পূর্ণিমা, তোমার গায়ে গতবছরের গঙ্গাজল
লেগে আছে। তুমি সমসাময়িক হতে শেখ নাই।
তোমাকে যেতেছে আজও স্পষ্ট দেখা,
তুমি আজও গত বছরের
ফেরীঘাট ব্রিজ স্ট্যান্ড ট্রামলাইন ট্র্যাফিক সংকেত
পার হয়ে দেখা করো, কাছে আসো,
বসে থাকো পাশাপাশি, গত বছরের কাছাকাছি।
তুমি স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশী।
তুমি নগ্ন করো নীল পান্থশালা।
তুমি পরিপ্রেক্ষিতের অর্থ চাও,—তোমার বিছানা
এইখানে পাতা হবে, তুমি বলো।

পূর্ণিমা, তোমার বুকে গতবছরের প্রাচীনতা।
তুমি রেখেছিলে হাতে, মনে হয়,
চিরজীবনের মুখভার

শূন্য ঘর

রুচিরা শ্যাম

আমার বাড়িতে আছে জনৈকের তালাবন্ধ ঘর
কখনো দেখিনি তাকে জ্ঞানাবধি চাবিটা পেয়েছি
মাঝে মাঝে কারো উক্তি শুনে ভাবি এই সেই লোক
তার হাতে চাবি দিই তালাটা তো তখন খোলে না।
ঘরটা বেবাক ফাঁকা তবু তার টান আছে বেশ
মাঝেমাঝে সেটা খুলে মাঝরাতে সময় কাটাই
কেউ বলে এটা নাকি ছিল গৃহদেবতার ঘর
বাস্তুহারা লোকগুলি চলে গেছে দেবতাসমেত।
ঈশ্বর কি শরণার্থী সে কি খোঁজে নিজস্ব ঠিকানা
সে কি নিরুদ্দিষ্ট শিশু ভুলে গেছে তার ডাকনাম
আজ বিশ্বে জানি তার আশ্রয় সহজ নয় পাওয়া
আমি ঘর আগলে আছি যদি সে হঠাৎ এসে পড়ে।

পরিত্যক্ত কবিতা

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

প্রান্তরেরর লাল রঙ শুষে নিয়ে পলাশ ফুটেছে।

মালি নেই, রক্ষণাবেক্ষণের। এই বিস্তৃত বাগান
ছিল যার সেই নেই!
নির্জন গাছের শেকড়ে
পোড়া কালো মাটির হাঁড়িটি শুধু পড়ে আছে...

ছায়া - রোদ পড়ন্ত বিকেলে
আজ তার কানায় নিবিষ্ট মনে বসে
ভিতরের অন্ধকারে উঁকি দেয় একটি কৌতূহলী কাক।

দর্পণ, বয়স বাড়ছে

যুগান্তর চক্রবর্তী

দর্পণ, বয়স বাড়ছে, প্রতিবিম্ব কিছুই ধরছ না।
না প্রেম, না পরিণতি, আত্মা কিংবা আত্মমগ্ন পাপ,
স্মৃতি শুধু ঝুলি ভরছে পোকা-কাটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ,
প্রাচীন তোরঙ্গে কিছু ছিন্নপত্র, ঊর্ণাজাল বোনা
কিছু আত্মপ্রতিকৃতি। তুমি তারই নির্বিরোধ কোনো-
খুপচি জুড়ে বড় তৃপ্ত। কানাচক্ষু লণ্ঠনের তাপ
অবয়হীন, ত্রস্ত, শাদা কাগজের পরিমাপ
যতটুকু ধরে, তুমি তারই চিত্রে অর্পিত। দেখছ না—
দর্পণ, বয়স বাড়ছে, শরীর ধরছে না, শূন্য মুখ
চায় একাকার রেখা, পরিপ্রেক্ষিতে জটিলতা,
হাড়ের কাঠামো চায় প্রতিমার রক্তমাংস, কথা
খোঁজে সর্বাঙ্গের ব্যবহার। তুমি কবে চূর্ণ বুক
পেতে তার রূপ ধরবে, কবে তার অতিবাস্তবতা
পাবে রক্তপারদের তীব্রচাপ, —আয়ুর অসুখ।